শরৎচন্দ্র

[অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সপ্ত পঞ্চাশতম জন্মোৎসব (৩১ ভাদ্র ১৩৩৯) উপলক্ষ্যে 'শরৎ বন্দনা সমিতি'র সাহিত্য বিভাগ 'শরৎ বন্দনা'নামে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ করে।গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন সুকবি ও 'ওমর খৈয়াম'-এর নরেন্দ্র দেব। প্রবন্ধটি এতাবৎকাললোকচক্ষুর অগোচরে ছিল। এমনকি বিভূতিভূষণের কাব্যগ্রন্থ বা রচনাবলীর অঙ্গীভূত হয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন ঘোষ এটির খোঁজ পান। পরে শ্রীচণ্ডীদাসচট্টোপাধ্যায়কে দেন।তাঁরই সৌজন্যে রচনাটি এখানে মুদ্রিত হল।]

শরৎচন্দ্র বাঙ্গলা সাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তন করেছেন। মানুষের সঙ্গে জীবনের সঙ্গেনতুন করে পরিচয় ঘটিয়েছেন। বইয়ের পাতায় নায়ক-নায়িকারা আগে ছিলেন বইয়েরই জগতের লোক, বইয়ের দেশে ছিল তাঁদের বাড়ি, অবাস্তব মেঘরাজ্যে তাঁরা ছিলেনস্বপ্ন-বিহারী। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘটল আরো ঘনিষ্ঠ আরো অন্তরঙ্গভাবে, তাঁদের পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা এমনকি দৈনন্দিন আহার-বিহারের সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটল। বইয়ের দেশে বিচরণকারী অলৌকিক প্রাণীথেকে তারা হয়ে দাঁড়ালেন পৃথিবীর মাটির রক্তমাংসের জীব, আমাদের বুকের স্পন্দনের সঙ্গেতাঁদেরও বুকের স্পন্দনের যোগসূত্র স্থাপিত হল, তাদের আমরা চিনি জানি।দুঃখ-দৈন্য-নিপীড়িত জীবনের পথে পথে এঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় সত্য ও নিত্য। তাইশরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নরনারী আমাদের সু-পরিচিত বটে, অতি প্রিয়ও বটে, তাই তাদের সুখ দুঃখআমাদের বুকের রক্তে দোলা দেয়, কেননা আমাদেরই আপনার জন। সাহিত্যে এই নবনীতির প্রবর্তন করলেন শরৎচন্দ্র, কথাসাহিত্যে নব-পদ্ধতির জনক তিনি।

মানুষের সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল তিনি যেন বাড়িয়ে তুলেছেন, সে কৌতূহল তেমনইতৃপ্তও করেছেন। অখ্যাত অবজ্ঞাত পল্লী-নরনারীর মর্মকথা এর আগে এমন করে কেউশোনায়নি। শরৎচন্দ্রের বইয়ের পাতা উল্টে যাবার মধ্যে নতুন আবিষ্কারের একটা আনন্দ আছে, নিত্য নবপরিচয়ের কৌতূহল আছে। সফল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য এখানে। তারা আমাদের কাছেএত জীবন্ত যে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নব নব ঘটনা-দ্বন্দ্বের মধ্যে তারা কি ভাবে কাজ করবেকিভাবে চলবে তাও যেন আমরা জানি, কিন্তু জানি কি ঠিক? তারা অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ও সুপরিচিত হয়েও এত সুদূর ও এত রহস্যময় যে তাদের সম্বন্ধে কোনো ভবিষ্যদ্বাণীতেই মন সায় দেয় না। তাদের অন্তর্লোকের নিগূঢ় ও ঘনীভূত রহস্য আমাদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমজাগিয়ে তোলে। এই অন্তর্দৃষ্টি, এই যে লিপিকৌশল নিম্নশ্রেণীর কোনো artist-এর পক্ষে তাএকেবারেই অসম্ভব হত। শরৎচন্দ্র স্রষ্টা বলেই জেনেছেন যে মানুষের মন কত বড় রহস্যময়অনাবিষ্কৃত মহাদেশ—তার কোনো পরিমাপও নেই, সীমা নেই। কোন্ ঘাতে যে কখন চলবে আগে থেকে সে সম্বন্ধে কোনো কিছুই বলা চলে না, তার সৌন্দর্য সম্ভবত যেমনই বিরাটতেমনই অনির্দেশ্য।

শরৎচন্দ্রের প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর অদ্বিতীয় সংযম। এ সম্বন্ধে যোগ্যতরব্যক্তিরা যথেষ্ট আলোচনা করেছেন আমার যা মনে হয়েছে, সামান্য একটু বলি। হাতের কাছেমেজদিদি বইখানা রয়েছে, যদৃচ্ছাক্রমে খুলে শেষের তিনপাতা পড়লুম—কোথাও লিপিবাহুল্যনেই, একটি বাড়তি কথা নেই, অথচ রস যেমন ঘন সন্নিবিষ্ট তেমনি সুপ্রচুর। ছ'খানা সাদাকাগজের মধ্যে কালি ও কলমের সাহায্যে যে এতখানি রস ফুটিয়ে তুলতে পারে,

স্নেহপ্রবণনারীহৃদয়ের গোপন অন্ধিসন্ধির ভিতর যে একটা আলোকসম্পাত করতে পারে সে শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

[শারদীয় ঋতুপত্র ১৩৮১ সংখ্যায় পত্রস্থ।]